JAN 03 2001

তারিখ .... পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...৮......

ছাত্রলীগে এখন সাবেক ছাত্রদল ও শিবির ক্যাডারদের দৌরাত্ম্য

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ ছাত্রলীগের ২টি গ্রুপের ক্যাডারদের অধিকাংশই সাবেক ছাত্রদল ও শিবির ক্যাডার। ত্যাগী ছাত্রলীগ কর্মীরা তাদের কাছে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। চট্টগ্রামে সম্প্রতি ছাত্রশিবিরের একটি- গ্রুপ ছাত্রলীগে যোগ দিয়েছে। সারাদেশে সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে ছাত্রদল থেকে বিরাট একটি অংশ ছাত্রলীগে এসে ভিড় করেছে। ছাত্রলীগে এখন ক্যাডার ও গ্রুপিংয়ে সাবেক ছাত্রদল ও শিবির ক্যাডাররাই এগিয়ে আছে। আর তাদের ইন্ধন দিচ্ছে যুবলীগ ও আওয়ামী লীগের কিছু প্রভাবশালী নেতা।

এ অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী অবিলম্বে ছাত্রলীগ থেকে ক্যাডার বিতাড়ন ও গ্রুপিং দূর করার নির্দেশ দিয়েছেন। ছাত্রলীগের যেসব কেন্দ্রীয় নেতা ক্যাডারদের শেল্টার দেয় ও গ্রুপিংয়ের সাথে জড়িত তাদের ব্যাপারেও

ছাত্রলীগ ঃ দৌরাত্ম্য

(১ম পৃষ্ঠার পর)

...াকা দেয়া ক্যাডাররা কাল বৃহস্পতিবার ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে ফের মহড়া দিয়ে শক্তি প্রদর্শনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ ক্যাডারদের হাতে এখনও বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র আছে। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

ছাত্রলীগে ছাত্রদল থেকে আসা ক্যাডাররা এখন ছাত্রলীগের জন্য বিষফোঁড়া হিসেবে দেখা দিয়েছে। '৯৬-এ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন হলের ছাত্রদলের কাদের-রিপনের নেতৃত্বে প্রায় অর্ধশত ছাত্রদল ক্যাডার ছাত্রলীগে যোগ দেয়। কাদের-রিপন পরবর্তীতে ক্যাম্পাস ছাড়লেও তাদেরই প্রধান সহযোগী শফিক মুহসীন হল ছাত্রলীগের সভাপতি হয়। আলীয়া মাদ্রাসায় পড়ার সময় শফিক ছিল শিবির ক্যাডার। ক্যাম্পাস ও ক্যাম্পাসের বাইরে অনেক অঘটনের জন্ম দিয়ে সেই শফিক এখন বহিষ্কৃত ছাত্রলীগ নেতা। ছাত্রলীগে ঈদের আগের দিন গ্রেফতার হওয়ার আগ পর্যন্ত সে বাগেরহাট গ্রুপের প্রধান সিপাহসালারের ভূমিকা পালন করে। ক্যাম্পাসে ছাত্রদল থেকে ছাত্রলীগে আসা ক্যাডাররা অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। ছাত্রলীগের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল ওয়াদুদ খোকন এবং আরেকজন সুদর্শন কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ নেতা এ গ্রুপটির ক্যাম্পাসে আশ্রয়দাতা হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

অন্যদিকে শরিয়তপুর-মাদারীপুর গ্রুপের প্রধান ক্যাডার হেমায়েতও ছাত্রদল থেকে ছাত্রলীগে এসেছে। সে ছাত্রলীগে নতুন এসে জিয়া হলের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পায়। হেমায়েতসহ তার ৩ সহযোগীকে গত ১৪ই ডিসেম্বর নীলক্ষেতে টেম্পোচালক লিটন হত্যা ও গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়। শরিয়তপুর-মাদারীপুর গ্রুপের গডফাদার হিসেবে যুবলীগ নেতা আওরঙ্গ-লিয়াকত ভূমিকা পালন করে। এছাড়া নগর ভবনে ফাইভ স্টার গ্রুপের সাথেও রয়েছে তাদের যোগাযোগ।

মুহসীন হল থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলিসহ সোমবার গ্রেফতার হওয়া ছাত্রলীগের যুগ্ম-সম্পাদক শেখ আরিফুল ইসলামও ছাত্রলীগে নবাগত। সে সাবেক শিবির ও ছাত্রদল এবং বর্তমানে বহিষ্কৃত ছাত্রলীগ নেতা শফিকের ক্যাডার। মুহসীন হলে এখন অবস্থানরত বাগেরহাট গ্রুপের প্রতিনিধি শিমুলও ছাত্রদল থেকে ছাত্রলীগে যোগ দিয়েছে। জিয়া হলের বহিষ্কৃত সাংগঠনিক সম্পাদক রিজভী আলমও ছাত্রদল থেকে আসা ছাত্রলীগ নেতা। তাকেও ১৪ই ডিসেম্বর নীলক্ষেতে টেম্পোচালক হত্যার ঘটনায় হেমায়েতের সাথে বহিষ্কার করা হয়েছে।

ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের ২টি গ্রুপের শীর্ষস্থানীয় ক্যাডাররাই সাবেক ছাত্রদল ক্যাডার। এদের মধ্যে একটি অংশ নানা অপকর্মের কারণে ছাত্রলীগ থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কৃত হয়েছে; কিন্তু বড় একটি অংশ এখনও ছাত্রলীগের ক্যাডার গ্রুপগুলোর নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় রয়েছে। এ ব্যাপারে ছাত্রলীগ সভাপতি বাহাদুর বেপারি বলেন, অন্য দলের কাউকে যখন দলে নেয়া হয় সে সিদ্ধান্ত সঠিক না ভুল তা তখন বোঝা যায় না, পরবর্তীতে বোঝা যায়। ছাত্রদলের ওই অংশকে ছাত্রলীগে নেয়া ঠিক ছিল কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, সিদ্ধান্তের যতটুকুর যথার্থতা পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠিত হয় ততটুকু ঠিক। ছাত্রলীগ সভাপতি বলেন, ছাত্রলীগে কোন সন্ত্রাসী নেই, ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের দলে নেয় না। তাহলে শফিক-হেমায়েত কি ছাত্রদল থেকে ছাত্রলীগে যোগ দেয়ার পর সন্ত্রাসী হয়েছে— প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, তারা কখন সন্ত্রাসী হয়েছে নির্দিষ্ট করে সেই সময় নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

সূত্র জানায়, ছাত্রলীগের কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতা ক্যাম্পাসে তাদের আধিপত্য বজায় ও অর্থ সংগ্রহের জন্য ছাত্রদলের ওই গ্রুপটিকে ছাত্রলীগে নিয়েছিল। তারা ছাত্রলীগে যোগ দিয়ে ওই নেতাদেরই কাজ করেছে, ছাত্রলীগের ইমেজ করেছে ক্ষুণ্ণ। ছাত্রলীগের ওই নেতারা প্রকাশ্যে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা-বিবৃতি দিলেও গতকাল পর্যন্ত ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় তাদের মনোভাব ছিল সন্ত্রাসীদেরই পক্ষে। এমন কি তারা আওয়ামী লীগের নীতি নির্ধারকদের কাউকে কাউকে বোঝানোর চেষ্টা করছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় ছাত্রদলকে মোকাবিলায় এ ক্যাডারদের ছাত্রলীগের প্রয়োজন পড়বে। বহিষ্কৃত ক্যাডাররা আশা করছে শেষ মুহূর্তে তাদের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হবে।

ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের ২টি গ্রুপের হাতেই এখনও বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র মজুদ রয়েছে। সূত্র জানায়, মুহসীন হলে এখনও বাগেরহাট গ্রুপের অস্ত্র রয়েছে। এছাড়া এএফ রহমান হল ও সূর্যসেন হলেও বাগেরহাট গ্রুপের আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে। অন্যদিকে জিয়া হল, জহুরুল হক হল ও এফএই হলে রয়েছে শরিয়তপুর-মাদারীপুর গ্রুপের আগ্নেয়াস্ত্র। দুগ্রুপের ক্যাডার যে যার হলে হল গেট ও অস্ত্র পাহারা দিচ্ছে। তাদের গডফাদাররা পরবর্তী আর কোন পুলিশি অভিযান না চালানোর জন্য জোর তদবির চালিয়ে যাচ্ছে। সূত্র জানায়, কাল ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে ছাত্রলীগের দুটি গ্রুপ প্রকাশ্যে শক্তি প্রদর্শন করবে।